দোমক
ইনকিলাব

13 MAY 2008

আদর্শবান শিক্ষকদের মূল্যায়নের বিকল্প নেই

আলোচনায় বক্তাদের অভিমত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হলে গুণী, ত্যাগী এবং আদর্শবান শিক্ষকদের মূল্যায়নের বিকল্প নেই। নানা কারণে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় না আসায় শিক্ষাব্যবস্থায় মেধা ও মূল্যবোধ শূন্যতা বিরাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিথযশা শিক্ষক, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রংগলাল সেনের প্রকাশিত বইয়ের উপর আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল (সোমবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা আরো বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় যদি যোগ্য লোক না আসেন তাহলে এ জাতি ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা না পেয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশিদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের যোগ্যতা এখন অনেক বেড়েছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এ বিশ্ববিদ্যালয় তার অবস্থান আরো মজবুত করেছে। তবে ত্যাগী ও আদর্শবান শিক্ষকদের সংখ্যা কমেছে। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, যে ক'জন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক রংলাল সেন অন্যতম। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, সমাজ বিজ্ঞানী নাজমুল করিমের দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে এগিয়ে গেছেন অধ্যাপক রংগলাল সেন। তার লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো, এর সংকট, পরিবর্তন ও বিবর্তনের নানা অজানা দিক। যা বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞানকে আরও বেশী সমৃদ্ধ করতে অনন্য ভূমিকা রাখবে। অধ্যাপক রংগলাল সেন এ পর্যন্ত ৯টি বই এবং শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনুভূতি ব্যক্ত করেন অধ্যাপক রংগলাল সেন বলেন, আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক যোগ্য শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু নানা কারণে আমরা তাদের ধরে রাখতে পারিনি।

বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মশিউর রহমানের পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক আসলাম ভূইয়া, অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, ড. জিনাত হুদা, তাহসিনা আক্তার প্রমুখ।